পাক-ভারত

পাতানো ম্যাচ

e‡ki ÔAv¤úvqwis‡qÕ g¨vP †Lj‡Z bvg‡Q gb‡gvnb I †gvkvid| cvK-fviZ `B ˆeix cwZ‡ekxi mm¤úK mevi Kvg¨ n‡j I GB ÔcvZv‡bv g¨vPÕ †mB Avkv KZUv ciY Ki‡Z cvi‡e †mUvB †`Lvi welq...

wj‡L‡Qb হাসান মূর্তাজা

পাক-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি বেশ চোখে পড়ার মতো। সপ্তাহান্তে দুই কাশ্মীরের মধ্যে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। দীর্ঘ ৬০ বছর পর। আনন্দ অশ্রুতে ভিজতে থাকা বাসযাত্রীদের অনেকেই আশা প্রকাশ করেছেন, বার্লিন প্রাচীরের মতো কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখাও একদিন মুছে যাবে। রেখা মুছে দেয়ার ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলেছেন, এই শান্তির কাফেলা কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে। অন্যদিকে, এ মাসেই ভারত সফরে আসছেন মোশাররফ। দীর্ঘ চার বছরে এটাই হবে মোশাররফের প্রথম ভারত সফর। চলমান পাক-ভারত ক্রিকেট সিরিজকে উপলক্ষ করে মোশাররফের সফর। দুই বৈরী প্রতিবেশীর শীতল সম্পর্ককে অনেকখানি উষ্ণ করবে, সবার আশা এমনটাই।

হঠাৎ কি কারণে বাঘে-মহিষে একঘাটে জলপানে আগ্রহী হলো, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অনেকবারই দু'পক্ষকে নিজেদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক মনে হয়েছে। এরপর ভাটা পড়েছে সেই আগ্রহে। দু'পক্ষই ফিরে গেছে পুরনো মনকষাকষিতে। এবারও যে এমনটা ঘটবে না, তা হলফ করে বলা যায় না। তবে বেশ বোঝা যায়, সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দিল্লি এবং ইসলামাবাদ যথেষ্ট চাপের মধ্যে আছে। সেই চাপ যতটা না অভ্যন্তরীণ, তারচেয়ে বেশি বাইরের। স্বয়ং আমেরিকার। ওয়াশিংটনের তাগিদেই দু'পক্ষ বুঝতে পেরেছে, শুধু ক্রিকেট খেলে দিন পার করলে হবে না, অন্য 'খেলাও' খেলতে হবে। সেই খেলা কূটনীতির।

ইদানীং পাক-ভারতকে নিয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহ দারুণ বেড়েছে। মার্চে দেশ দুটো সফর করলেন নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনডোলিৎসা রাইস। যুদ্ধবাজ রাইস দেশে ফেরার পরপরই ওয়াশিংটনের দুটো সিদ্ধান্ত সবাইকে হতচকিত করেছে। প্রথমত, পাকিস্তানকে এফ-১৬ জঙ্গি বিমান সরবরাহের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, ভারতকে ২১ শতকের নতুন 'পরাশক্তি' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা।

এফ-১৬ নিয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দেনদরবার বহুদিনের। '৮০-র দশকে আফগানিস্তানে মস্কোবিরোধী মার্কিন ভূমিকায় পাকিস্তানের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ২৮টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিল। সেই মোতাবেক পাকিস্তানও অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সোভিয়েট দখলদারিত্বের অবসান ঘটলে এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ তৎপরতার আভাস পেয়ে সিনিয়র বুশ বিমান হস্তান্তর স্থগিত করেন। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান পোখরানে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালানোর পর কংগ্রেস রীতিমত আইন করে এফ-১৬ বিমান হস্তান্তর বন্ধ করে দেয়। অ্যারিজোনার টুসকানে বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের হ্যাঙ্গারে সেই বিমানগুলো এখনো পড়ে আছে। পাক-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতকাল গলার কাঁটা হয়েছিল বিমান হস্তান্তরের ইস্যুটি।

কাঁটাটি গিলে ফেললেন জুনিয়র বুশ। প্রথমত, আফগানিস্তান যুদ্ধে পাক প্রেসিডেন্ট মোশাররফের লেজুড়বৃত্তির প্রতিদানস্বরূপ। স্বৈরশাসক মোশাররফ যুদ্ধবাজ বুশের অন্যতম দোসর হিসেবে গত চার বছরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, পাক-ভারতের মাঝে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে উস্কে দিয়ে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির চিরায়ত পরিকল্পনা। এফ-১৬-র নির্মাতা লকহিড মার্টিন কর্পোরেশন জানিয়েছে, নতুন অর্ডার না পাওয়া গেলে তারা টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থে তাদের কারখানাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। ফলে কারখানার ৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে।

অস্ত্র বিক্রি যে মার্কিন পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য সেটা আরো পরিষ্কার হয় ভারতকে দেয়া আশ্বাস থেকে। পাকিস্তানকে আনকোরা নতুন এফ-১৬ বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে প্রেসিডেন্ট বুশ ফোন করেন মনমোহনকে। জানান তার সিদ্ধান্তের কথা। অপর প্রান্তে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেন মনমোহন। সে দিনই মধ্যরাতে এক অস্বাভাবিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্ররা জানান, আমেরিকা তাদের

cwK¯vb hv cv‡e

Gd 16 G/we dvBwUs d¨vjKb

%`N¨: 15.03 wgUvi
cvLv: 10 wgUvi
D"PZv: 5.01 wgUvi
IRb: 14968 †KwR
m‡eŸv"P †iÄ: 545 wK‡jwgUvi

fviZ hv cv‡e

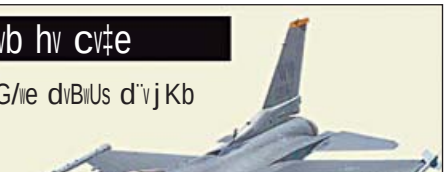

Gd /G 18 n‡bU

%`N¨: 18.5 wgUvi
cvLv: 13.68 wgUvi
D"PZv: 4.87 wgUvi
IRb: 29932 †KwR
m‡eŸv"P †iÄ: 2346 wK‡jwgUvi

কাছেও এফ-১৬ এবং আরো আধুনিক এফ-১৮ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ভারতের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা আরো 'উন্নত ও বাড়ানো' হবে। এ জন্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা বিক্রি করা হতে পারে।

ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহের ঘোষণা দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী। বিলিয়ন ডলার পরিকল্পনার প্রথমেই ছিল বিমানবাহিনীর জন্য নতুন যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাব। ভারতীয় বিমানবাহিনী এতকাল সোভিয়েট নির্মিত মিগ-২১ ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কটি মিগ দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় মিগকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নেয়া হয়। মিগের স্থলে ফরাসি মিরেজ কেনার কথা মোটামুটি পাকা ছিল। এ ছাড়া সোভিয়েট নির্মিত 'সুখই' যুদ্ধবিমানের কথাও ভারতীয় সেনাকর্মকর্তার বিবেচনায় রেখেছিলেন। মুনাফালোভী মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভারতে অস্ত্র বিক্রির এই সুযোগ নিতে বুশকে চাপ দিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মার্কিন আশ্বাসের পর প্রণব মুখার্জী বলেছেন, মার্কিন প্রস্তাব ভারতীয় প্রয়োজন মেটানোর মতো হলে আমরা তা বিবেচনা করবো। আর 'ভারতীয় প্রয়োজন' খতিয়ে দেখতে একটি মার্কিন দল শিগগিরই ভারত আসছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাক-ভারতের সামরিক ব্যয় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ইসরায়েলের কাছ থেকে ফ্যালকন রাডার সিস্টেম এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী সিস্টেম কিনতে চুক্তি করেছে। অন্যদিকে বিমানবাহিনীর ১৫০০ মিগ-২১ বিমানও বদলে ফেলর প্রস্তুতি চূড়ান্ত। পাকিস্তানও সমানতালে বাড়িয়েছে সামরিক ব্যয়। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ কাসুরি বলেছেন, 'ভারতের সাড়ে ১১ লাখ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনীর তুলনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রায় অর্ধেক। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তি চায়। তবে সামরিক ভারসাম্য রক্ষা করাটাও জরুরি।' এমনতর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মার্কিন সিদ্ধান্ত আগুনে ঘি ঢালার শামিল নিঃসন্দেহে।

কাজেই মনমোহন-মোশাররফের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের 'খেলতে' রাজি করানোটা বুশের নাটক বৈ অন্য কিছু নয়। বুশ প্রশাসন কখনোই চায় না, পাক-ভারতের মাঝে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, দু'দেশের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক এবং অস্ত্র বিক্রির মার্কিন মহোৎসবে ভাটা পড়ুক। দু'দেশের বৈরিতা বজায় রাখাতেই বরং মার্কিনিদের লাভ। পাশাপাশি দু'দেশের ওপর বিশেষত পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব আরো খানিকটা জোরালো হবে এফ-১৬ বিক্রির মাধ্যমে। এসব যুদ্ধবিমান যেহেতু পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম, তাই পাকিস্তানের আণবিক বোমার নিরাপত্তা প্রশ্নে মার্কিন প্রশাসন অনেক বেশি নাক গলাবে। এছাড়া অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, পাকিস্তানের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া দেশটিতে মার্কিনবিরোধী মনোভাব কমবে।

অন্যদিকে ভারতকে 'পরাশক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে খাটো করতে চায়। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ। ভারতকে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের পেছনে বেইজিংকে টেক্কা দেয়ার দুরভিসন্ধি কাজ করে থাকতে পারে বুশ প্রশাসনে।

বুশ প্রশাসনের সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গেয়ে কনডোলিৎসা রাইস বলেছেন, পাক-ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কমাতে এই পদক্ষেপ। হাস্যকর এই কথাটি তিনি বেশ গম্ভীর মুখেই বলেছেন। দু'পক্ষের মাঝে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব সেটা কারো বোধগম্য নয়।

পাক-ভারতের নেতৃবৃন্দ নিতান্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছে এমনটিও অবশ্য বলা যায় না। বিশেষত জেনারেল মোশাররফ উর্দিধারী রাষ্ট্রনায়ক হলেও পূর্ববর্তী যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে ভারতের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনেক বেশি স্বতঃপ্রণোদিত। এতে সান্টবাজি কিছুটা থাকলেও মোশাররফের সদিচ্ছাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। অন্যদিকে, মনমোহনও শান্তি আলোচনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। বাজপেয়ি কট্টরপন্থি হলেও পাক-ভারত শান্তি আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মনমোহন কংগ্রেস জোট সরকার নিশ্চয়ই বিজেপির বিদেশনীতির কাছে ছোট হতে চাইবে না। উপরন্তু, দু'দেশের শান্তিকামী কোটি জনতার চাপ তো তাদের ওপর রয়েছেই। এই চাপের কারণেই আমরা উপভোগ করছি পাক-ভারত ক্রিকেট সিরিজ। আমজনতার ইচ্ছার চাপই খুলে দিয়েছে শ্রীনগর-মুজাফফরবাদের দুয়ার। মনমোহন-মোশাররফকেও বাধ্য করছে কূটনীতির খেলায় অংশ নিতে। যদিও এতে 'পাতানো ম্যাচে'র গন্ধ যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের কারণে।

ঢাকা বেইজিং সম্পর্কের ৩০ বছর

বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর পূর্তিতে ঢাকা সফর করে গেলেন চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও। দু'দিনের এই সফরে পাঁচটি চুক্তি ও দুটি স্মারক স্বাক্ষর করেছে দু'পক্ষ। চুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশকে বিশেষ সুবিধায় ঋণ প্রদান ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্পে সহযোগিতা। তবে শুধু চুক্তি নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জিয়াবাত্তর এই সফরের গুরুত্ব ব্যাপক।

সাম্প্রতিক সময়ে কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কিছুটা চাপের মধ্যে রয়েছে। বিশেষত প্রতিবেশী দেশের মিডিয়া বাংলাদেশকে ক্রমাগত 'মৌলবাদী' 'ব্যর্থ' 'অকার্যকর' রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত। প্রতিবেশী দেশের এরূপ বিরুপ প্রচারণা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে এবং পশ্চিমা শক্তিশালী দেশগুলোকে বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাক গলাতে উসকানি দিচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে চীনা প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর এবং ঢাকা-বেইজিং যৌথ ঘোষণা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের উদীয়মান পরাশক্তির সমর্থনের প্রকাশ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করার যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তার উপযুক্ত জবাব ঢাকা-বেইজিং সংহতির ঘোষণা। দু'দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার এবং সফর বিনিময় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে যুক্ত ইশতেহারে। এছাড়া এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা যেন সব দেশ ঠিকমত পায় সেজন্য চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা দিতে রাজি হয়েছে। পানি প্রবাহ নিয়ে এই অঞ্চলে ভারতের স্বার্থপর আচরণের প্রেক্ষাপটে চীনের সহযোগিতার অঙ্গীকার বেশ গুরুত্ববহ। বিকাশমান অর্থনীতি, স্থিতিশীল রাজনীতি ও সামরিক শক্তির কল্যাণে চীন ক্রমেই পরাশক্তির মর্যাদা অর্জন করতে যাচ্ছে। উপরন্তু দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর একমেরু বিশ্বব্যবস্থায় যে ভারসাম্যহীন শূন্যতা তৈরি হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চীন দ্রুতই তা পূরণ করবে। এমতাবস্থায় চীনের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা বাংলাদেশের জন্য জরুরি। কেননা বেইজিং ঢাকার জন্য কখনোই নিরাপত্তাগত হুমকি নয় বরং বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্থানে অবস্থিত বলে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী। অতীতে দেখা গেছে, চীন বাংলাদেশকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চায়নি কখনোই।

উদীয়মান পরাশক্তির সঙ্গে নিবিড় মিত্রতা বাংলাদেশের স্বার্থেই জরুরি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে চীনের বিনিয়োগ সহযোগিতা, শুল্কও প্রযুক্তি সুবিধা নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থনেতিক উন্নয়নের সহায়ক। ওয়েন জিয়াবাওয়ের সফর দু'দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে বহুলাংশে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবে আগামী দিনগুলোতে।